62

তারিখ ..3 1 MAY 1994

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

# শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশের ১২ কোটি জনসংখ্যার ৮ কোটি নিরক্ষর। এই পরিসংখ্যান সংবলিত তথ্যটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া। বিগত '৯০ দশকের গোড়া থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে বড় আকারে অর্থের যোগান দিয়েও নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করা যাচ্ছে না। দেশের প্রায় ৮০ লাখ শিশুকে আর্থ-সামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা যাচ্ছে না। এছাড়াও দারিদ্র্য এবং সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার দরুন প্রতিবছর শতকরা ৭০ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েও অতি অল্পদিনের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও স্কুল ও শিক্ষক সঙ্কট বিদ্যমান থাকার কারণেও শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারিত হচ্ছে না। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বর্তমানে গড়ে ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩-এর অধিক শ্রেণীকক্ষ। অন্যদিকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হলেও এই কর্মসূচীতে নানা জটিলতা ছাড়াও দেশের সকল স্কুলে এই কর্মসূচী এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি।

পক্ষান্তরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক তথা সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি মন্থর। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের দেয়া তথ্য অনুসারে চলতি অর্থবছরের (১৯৯৩-৯৪) প্রথম আট মাসে এডিবি'র সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা খাতের প্রকল্পগুলোর মধ্যে মাত্র ১১ দশমিক ২ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুণ চিত্র সকলকেই আহত না করে পারে না।

তবে এ কথাও ঠিক, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বাজেটে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। তবু কাজের কাজটির অগ্রগতি তেমন আশানুরূপ নয়। বলাবাহুল্য, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এক সেমিনারে বলেছেন, দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার বিকল্প নেই।

এ কথা অতি সত্য হলেও আমাদের দেশের মানুষ এ কথার মর্মার্থ এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করাও সম্ভব হচ্ছে না। দেশের সার্বিক অগ্রগতি এ কারণেই মন্থর ও শ্লথ হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের নারীসমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং নারীসমাজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৮ লাখ ছাত্রীকে চলতি বছর বৃত্তি প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় দেশের গরিব ও মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশের প্রশাসনে দড়ি টানাটানি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, নীতিগত প্রতিবন্ধকতা, অর্থ বিভাগের আপত্তি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা হয় না অথবা কার্যকর করতে গড়িমসি করা হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে একটি তথ্য উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণের পর গত তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা খাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৭৭টি। এর মধ্যে ২৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ৭৪টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে এবং ৮০টি প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।

এই ঘটনা দুঃখজনক হলেও বাস্তব। শিক্ষা খাতে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ শিক্ষা দারিদ্র্য দূরীকরণের পূর্ব শর্ত। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বেশি করেন এবং শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। আমরা আশা করব, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে অর্থবহ করার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে তাঁর দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালনের ব্যবস্থা করে জাতিকে একটি শিক্ষিত জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।